জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 26th Aug. 1959 { ১৫শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

"কপালং কপালং কপালং হি মূলং।"

—০—

সম্প্রতি জনৈক স্বল্পবিত্ত পল্লীবাসী লটারী খেলায় প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন—এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত সংবাদ পত্রে কপালকে বাহাদুরী দিয়া ঘটনাটি বিবৃত হইতে দেখিয়া আমাদের দাদুর কাছে শোনা একটি গল্প মনে পড়িল। গল্পে দেবতার কপাল—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কপাল আর একজন ধনবান কুসীদ ব্যবসায়ীর অদৃষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের এই হা অন্নের দেশে হা অন্নের যুগে যদি আমাদের অন্নের কাঙাল পাঠকগণ একটু আনন্দ পান, তাই ভাবিয়া গল্পটি বলিতেছি শুনুন—

অতি প্রাচীনকালে প্রসাদপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ ছিল। তার পাশে একটি ভগ্ন মন্দির মধ্যে খুব বড় বড় তিনটি দেবমূর্ত্তি ছিল। সবগুলিই শিলামূর্ত্তি। লোকে আন্দাজে বলিত—এক একটি মূর্ত্তি ১৪।১৫ মণের কম হইবে না।

মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দির শীর্ষে অনেক অশ্বত্থ ও বটগাছ জন্মিয়া মন্দিরের স্থাপত্য নয়ন গোচর হইতে দেয় না। মন্দিরের ভিতরে যে শিলামূর্ত্তি তিনটি আছে, তাহার একটি শিবমূর্ত্তি, একটি দুর্গা ও অন্যটি গণেশের মূর্ত্তি। গ্রামে অনেক কুসীদ ব্যবসায়ী ধনবান বণিকের বাস। ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর না থাকা নয়। তার মধ্যে এক ভিক্ষাজীবী দ্বিজদম্পতি সকলের অবহেলার পাত্র হইয়া দেবমন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি দেবতার মতই অভুক্ত অবস্থায় দিনপাত করেন। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ যা সংগ্রহ করেন, তাই থেকে সামান্য চাউল দোকানে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সামান্য আতপ তণ্ডুল, একটু গুড় লইয়া, কয়েকটি ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া স্নানান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজন অবহেলিত দেবমূর্ত্তিগুলির উদ্দেশে মন্ত্রপূত করিয়া গুড়সহ তণ্ডুল ও ফুল বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়া গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীর রন্ধন শেষ হইলে তাই উদরে দিয়া স্বামী স্ত্রীতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ দেবতাদের অর্পণ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন সময়ে গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক গ্রামান্তরে সুদের টাকা আদায় করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় শুনিলেন—দুর্গা মহাদেবকে বলিতেছেন—দেখ প্রভু এই গ্রামে বহু কোটিপতি লক্ষপতি আছে, কেউ আমাদের কোন তল্লাস করে না। এই গরীব ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ তৃতীয় প্রহরে আসিয়া প্রত্যহ যথাসাধ্য দিয়া যায়। তুমি ভোলানাথ, সব সময় ভুলে থাকলে চলে কি? এর দিকে একটু দেখ। মহাদেব দুর্গার কথায় লজ্জিত হইয়া গণেশকে আদেশ করিলেন—বৎস গণপতি এই মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণকে যেমন করেই হউক এক লক্ষ টাকা দেওয়াই চায়। গণেশ পিতাকে বলিলেন আমি আপনার আদেশ পালন করিব বাবা এক মাস সময় যথেষ্ট এর মধ্যেই লক্ষ টাকা যাহাতে ব্রাহ্মণ পান তার উপায় করিব। বণিক দেবতাদের কথা শুনিয়া বুঝিলেন ব্রাহ্মণ এই মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা যে পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেব বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। দেবতাদের কথা শুনিয়া তার ব্যবসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল—মনে মনে কল্পনা করিল—ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হইলেও ধার্ম্মিক। আমি আজ রাত্রেই অন্য কেহ ব্যাপারটি জানিবার আগেই ঠাকুরের এই মাসের আয় পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনিয়া লইব। ওর বাড়ীতে আজই রাত্রিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌছাইয়া দিয়া বলিব—ঠাকুর মশাই, এক মাস পর এই টাকা আপনার আর আপনি এ মাসে যা পাবেন তা আমার।

ব্রাহ্মণ—তুমি কি পাগল হয়েছ সারাদিন মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে এক সের না হয় দেড় সের চাল নিয়ে ফিরি। বণিক জুলুম করিয়া বলিল—বেশ তো চাল যা পাবেন তা আপনি নিবেন। আর যা পাবেন তা আমাকে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ অগত্যা রাজি হলেন। বণিক রোজই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগলো। আজ ত্রিশ দিনের দিন নিশ্চয় ঠাকুর লক্ষ টাকা পাইবেনই। বণিকের নির্দেশমত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ী গিয়া দারোয়ানের তাড়না পাইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিতে লাগিল। ঘরে যে চাল ছিল ব্রাহ্মণী তাই দিয়া চালাইলেন। বণিক তখন ভগ্ন হৃদয়ে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে গণেশ তাঁর বাবার কাছে আজকের মধ্যে ব্রাহ্মণকে লক্ষ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরই বক্ষস্থলে পদাঘাত করিল। গণেশের শুণ্ড ও হাতের মধ্যে পা প্রবেশ করায় এক পা উপরে ও এক পা নীচে দিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দুর্গা শিবকে বলিলেন—গণেশের একি কাণ্ড দেখতো লোকটা যে মরে যাবে। মহাদেব তখন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওকি করছ বাবা? গণেশ উত্তর দিলেন—বাবা আজ যে এক মাস শেষ হয় বাবা! ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছি আর পঞ্চাশ হাজারের জন্য আসামী গ্রেপ্তার করে রেখেছি। যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তবে পা ছুটবে নইলে ডাক্তার ডেকে কেটে বাহির করতে হবে। বণিক তখন নিরুপায় হয়ে চিৎকার করায় তার বাড়ী হ'তে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পৌছিয়ে দেওয়ায় পা ছুটলো। মহাদেব বণিককে বল্লেন—বাবা, রাগ করো না। আমাদের কি টাকা আছে যে দিব? এর ওর তার কাছে নিয়ে দিই। তোমার লক্ষ টাকা কিছুই নয়। বণিক গণেশকে লাথি মারার জন্য প্রণাম ক'রে নিজের ব্যবসা বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ী ফিরলো।

সংবাদ পত্রে ২৪ পরগণা জেলার বজবজ পোষ্ট অফিসের জয়চণ্ডীপুর গ্রামের শ্রীলক্ষ্মণ কর্ম্মকারের একবার রেঞ্জার্স ক্লাবের ও সম্প্রতি উড়িষ্যার একটি লটারী খেলায় প্রায় নব্বই হাজার টাকা পাওয়ায় এই খবর বাহির হইয়া কপালের মৌলিকত্ব প্রচার হইয়াছে। আমাদের গল্পে এক বণিক দুরাশার জন্য লক্ষ টাকা লোকসান দিয়া বেকুব বনিল। লটারীতে কত লোকে টাকা দিয়া এক পয়সাও পায় নাই। লক্ষ্মণ কর্ম্মকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের গল্পে একজনের কাছে আদায়

করিতে গণেশকে পদাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। গণপতিরও কপাল পণ্ডিতরা বলেন—

"মাতা সুরেশী জনকো মহেশঃ
স্বয়ং গণেশঃ খলু বিঘ্নহর্ত্তা
স্বমুণ্ডহীনঃ করীমুণ্ডধারী
নিবার্য্যতে কেন ললাট লেখা ॥"

কর্ম্মকারের কপাল দেখিলেন। এক নবাবের নাতি সম্মানী লোকের কপাল দেখুন—

জলপাইগুড়ির নবাব জনাব মশাররফ হোসেন এম-এল-সির দৌহিত্র জনাব গোলাম হালিম ঢাকা হইতে ট্রেণে কলিকাতায় আসার সময় বড়ই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সীমান্ত ষ্টেশন দর্শনায় পাক-পুলিস জনাব হালিমকে তল্লাসী করিয়া তাঁহার জুতার ভিতরে ১১ হাজার ২ শত টাকার পাকমুদ্রা নাকি পায়। অতঃপর তাহাকে নাকি মারধর করিতে করিতে কুষ্টিয়ায় এক হাজতে ঢুকাইয়া দেয়। ক্ষুদ্র এক কুঠুরী সমান ঐ হাজতে তাহাকে প্রায় শতাধিক লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করিয়া একনাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গত ১৮ই আগষ্ট পাক আদালতের বিচারে জনাব হালিমকে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মোদের বাংলা দেশ

—০—

ধন ধান্য সকল হারা, জীর্ণ শীর্ণ, অর্দ্ধ মরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা!
'রোগে শোকে' তৈরী সে যে 'মৃত্যু' দিয়ে ঘেরা,
কোথায় খুজে পাবে তুমি বল এমন দেশ?
সকল দেশের সেরা সে যে মোদের বাংলা দেশ।
সে যে মোদের বাংলা দেশ।
এমন 'দুর্ভিক্ষ ও মহামারী' কোথায় এত করে জারি?
প্লেগ, বসন্ত, কলেরা ও ফ্লু ম্যালেরিয়া,
এমন কোন্ দেশের লোক আছে বল মৃত্যু
আলিঙ্গিয়া?
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

কোন্ দেশে হায় বর্ষাকালে!
পথ ঘাট সব ডুবে জলে!
এমন বন্যা হয়ে গ্রামকে গ্রাম, আর কোন্
দেশে যায় ভেসে?
এমন সুখের 'অপমৃত্যু' হয় কি কোন দেশে?
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

এমন চাকুরীর জন্যে লালায়িত, কোন্
দেশের লোক হ'চ্ছে এত?
এম. এ. বি. এ. পাশ করে হায় ফিরে দ্বারে দ্বারে
সন্ধ্যেবেলা ঘুরে আসে মুখটী মলিন করে।
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

এমন কোন্ দেশের লোক 'কন্যাদায়ে'
'বাস্তু ভিটা বাঁধা দিয়ে!'
সমাজ ভয়ে মান বাঁচাতে নিলামে বর কেনে?
বরের বাপ লয় হাসি মুখে নগদ টাকা গ'ণে?
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

এমন কোন্ দেশের লোক 'নকল সাজে'
ঘুরে বেড়ায় সাহেব সেজে।
উঠতে বসতে ইংরাজীতে তুবড়ী ছোটে মুখে,
পেটে অন্ন নাই বা জুটুক চেন ঘড়ি চাই বুকে।
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

মদ, গাঁজা আর চরস গুলি,
বিকায় কোথায় অলি গলি?
এমন চোর ডাকাত আর পকেটমারা
আছে বা কোন্ দেশে?
এমন কুড়ের বাদসা হ'য়ে কেবা,
কোন্ দেশে রয় বসে।
কোথায় খুজে পাবে তুমি……ইত্যাদি।

এমন ধীরে ধীরে অধঃপাতে,
পারে কোন্ দেশের লোক এগিয়ে যেতে
কোন্ দেশের লোক তাকিয়ে থাকে
পরের মুখের পানে?
ফুর্ত্তিতে হায় দিন কেটে যায় থেকে অনশনে
কোথায় খুজে পাবে তুমি বল এমন দেশ?
হায় বাঙ্গালী, হায় বাঙ্গালী, সকল হ'ল শেষ!
"মোদের গেল বাংলা দেশ!"

———

হিন্দুর দেব মন্দিরের অবস্থা

গত ২রা ভাদ্র বুধবার তারিখে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত প্রতিবাদের উত্তরে জানান যাইতেছে যে, প্রতিবাদ-দাতার স্বীকৃতি অনুযায়ী চতুঃপার্শ্বস্থ বারান্দা জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং জীর্ণ বারান্দা দিয়াই বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া ভিত বসিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব সংবাদে প্রাচীর গাত্রে কোন ফাটলের কথা আমি বলি নাই। মন্দিরের বারান্দা ও মধ্যস্থ মেঝে জীর্ণতা প্রাপ্ত হেতু ইঁদুর কুলের গর্ত্তেই সর্পাদি বসবাস করিয়া পূজারী এবং যাত্রীর জীবন বিপন্ন করিতেছে। সেবাইতের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ নিঃসন্তানা সেবাইতদ্বয়ের কমবেশী ৬০/০ বিঘা ধানী জমি তা ছাড়া শিবোত্তর ধানী জমি ও মন্দিরের সারাবৎসরের আয় সচ্ছলতার নিদর্শন। স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম সম্বন্ধে বহু প্রমাণ মধ্যে এখানে তিনটি ঘটনা পরিবেশন করিলাম।

(১) বীরভূম জেলার আশুরিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীগোবিন্দগোপাল দাস মহাশয় গত ৺শিব চতুর্দ্দশীর সময়ে ভোগের মূল্যের সমপরিমাণ দক্ষিণার প্রতিবাদে প্রতিবাদ দাতার নিকট হইতে কতিপয় চপেটাঘাত পুরস্কার পাইয়াছেন।

(২) সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুমারীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে প্রদত্ত ভোগের প্রসাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকাশ যে যাত্রীগণ যে ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন তাহার প্রায় সমুদয় অংশই মন্দির পরিচালক লইয়া লন। প্রতিবাদে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর উক্তি "ভোগের ব্যবস্থা বড় কদর্য্য। উপবাসীদের প্রসাদ বিলি হয় না বলিলেই চলে। মোট কথা উহা এখন Money making machine হয়ে পড়েছে। ওখানে আমরা আর বোধ হয় যাইব না এবং আমার মনে হয় বক্রেশ্বর মেলার অধঃপতনের প্রধান কারণ এই অব্যবস্থা।" চতুঃপার্শ্বস্থ যাত্রী সাধারণ এই সদ্ব্যবহারেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন—না—রোগ শোকের যন্ত্রণা নিরসনার্থ বা মানসিক পূরণের জন্য শিবের শরণাপন্ন হন।

(৩) মন্দিরের প্রথানুযায়ী কেহ একজোড়া পাঁঠা বলিদান দিলে কর্ত্তৃপক্ষ পাঁঠা পিছু দশ আনা

হিসাবে দক্ষিণা ও একটি সম্পূর্ণ পাঁঠা লইয়া থাকেন। কিন্তু নিমতিতা নিবাসী জনৈক পূজার্থী ও তাঁহার সহযাত্রী একসঙ্গে একজোড়া পাঁঠা (প্রত্যেকের একটি করিয়া) বলিদান দিতে আসিলে প্রতিবাদ দাতা শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় জুলুম পূর্ব্বক তাহাদের একটি সম্পূর্ণ পাঁঠা দাবি করেন। যাত্রীগণ একজনের জোড়া পাঁঠা নয় বলিয়া দিতে অসম্মত হইলে মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে 'বলিদান হইবে না' বলিয়া তিরস্কার করিয়া বহিষ্কার করিয়া দেন। পরে উপস্থিত যাত্রীগণের মধ্যস্থতায় বলিদান কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা কি জুলুমবাজী নয়?

প্রতিবাদ দাতার সহোদর এবং ৺বন্বেশ্বর শিব মন্দিরের ভাবী ওয়ারীশ, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা কোন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তির আক্রোশের সহায়ক নহে।

চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে চড়ক পূজার অনুষ্ঠান এবং শিবের গাজন কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টির অভাবেই বন্ধ হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে দুই বৎসর যাবৎ চড়ক পূজা এবং গাজন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে মন্দির কর্ত্তৃপক্ষ এক কপর্দ্দকও খরচ করেন না। উপরন্তু যাত্রী সমাগমে আয় করিয়া থাকেন।

চাকরাণ জমি বিক্রয় কবালা রেজেষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে এ কথা বলি নাই। বায়নানামা সম্পাদন হইয়াছে। ইহা মাননীয় B. D. O মহোদয়ের নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রের তদন্তকারী কর্ম্মচারী গ্রামসেবক মহাশয় এর তদন্তকালে বায়না নামার লেখক ও স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের স্বীকারোক্তিতেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কি রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবার উদ্যোগ পর্ব্ব নহে?

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আষাঢ় মাসেই 'আষাঢ়ী' পূজা অনুষ্ঠিত হওয়া কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসে হওয়া কি স্বেচ্ছাচারিতা নহে? ২৪।৮।৫৯

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

সম্পাদক, দক্ষিণগ্রাম পল্লীউন্নয়ন সমিতি।

এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন বাদানুবাদ প্রকাশিত হইবে না। —সম্পাদক, 'জঙ্গিপুর সংবাদ'

কাঞ্চনতলা হরি সভার চতুর্থ বার্ষিক

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার আয় ব্যয়ের হিসাব (১৩৬৫ সাল)

জমা—মোট চাঁদা আদায় ৩১১৫৵০ উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয় ১৲ ১৩৬৪ সালের উদ্বৃত্ত মজুত তহবিল ১৫।৶০ মোট জমা—৩৮৮৶০

খরচ—প্রতিমা ৯০৲ প্রতিমার আনুসঙ্গিক ৫॥৴০ বেদী ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং চূণ দেওয়া খরচ ১০।৵০ ঢাক বাদ্য ৩০॥০ নিরঞ্জন খরচ ২৬।০ নিমন্ত্রণ পত্র ৩॥৵০ প্রসাদ বিতরণ ২৬।৵০ আলোক সজ্জা ৯৲ মাইক ভাড়া ৭৲ নরসুন্দর ও পরিচারক ১৩৲ পূজার দক্ষিণা ৩৭৲ পূজার উপকরণাদি ও আনুসঙ্গিক ১২৮॥/১০ একুন খরচ ৩৮৭।১০

খরচ বাদে মজুত ৮৶১০

শ্রীযামিনীমোহন দাশ, সম্পাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ দাশ, এম-এ, বি-এল, সভাপতি

কাঞ্চনতলা হরি সভা পূজা কমিটি।

ভারতীয় নৌবাহিনীর বোম্বাইস্থিত ডক প্রাঙ্গণে

শিক্ষানবিশী নিয়োগ

আবেদনের ফরম জেলা প্রচার অফিস, বহরমপুর হইতে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। মহকুমা প্রচার অফিসগুলিতেও ফরম পাওয়া যাইবে। বিস্তারিত বিবরণ জেলা প্রচার আধিকারিকের নিকট পাওয়া যাইবে। আগামী ১।৯।৫৯ তারিখের পূর্ব্বে আবেদন পত্র কলিকাতাস্থ হেড কোয়ার্টার নিয়োগ কেন্দ্রে পৌছান চাই। —জেলা প্রচার অফিস

অধরচন্দ্র স্মৃতি রানিং কাপ প্রতিযোগিতা—১৯৫৯

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাংলা ১৫ই ভাদ্র হইতে জোতকমল গ্রামের উত্তর মাঠে "অধরচন্দ্র স্মৃতি রানিং কাপ প্রতিযোগিতা"র খেলা আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক দল এই খেলায় যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্মো। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা, নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" — ৩৩।২, বিডন স্ট্রীট, ও ২০, সিনাগগ, স্ট্রীট—কলিকাতা; ৩১—১, পটুয়াটুলি, ঢাকা

পরলোক গমন

গত ৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার সন্ধ্যার সময় জঙ্গিপুরের ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার পাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

জলে ডুবিয়া বালকের মৃত্যু

গত ৬ই ভাদ্র রবিবার রঘুনাথগঞ্জ সহরের সন্নিকটস্থ আইলেরউপর গ্রামের শ্রীদরবারী সেখের ৫ বৎসর বয়সের একটী ছেলে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

আসামের রাজ্যপালের তিরোভাব

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলী গত ২২শে আগষ্ট তারিখে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ বেনারস লইয়া গিয়া তাঁহার পিতা মরহুম সৈয়দ নাজির আলীর সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ব্যক্তি পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিট এবং সে সঙ্গে ষ্টেজ ক্যারেজ, কনট্রাক্ট ক্যারেজ ও পাবলিক ক্যারিয়ারের পারমিটের রিনিউয়্যালের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটী তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের নোটীশ বোর্ডে এবং জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা শাসকদের নোটীশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে।

(স্বাঃ) এ, সি, চ্যাটার্জি, সেক্রেটারী, আর, টি, এ, মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিম বঙ্গে কি ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী বাহাল হচ্ছে ?

গুজবের সহস্র মুখ। যে দিন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ (কৃষক প্রজাপার্টির অন্যতম নেতা) অন্ন সমস্যা সম্বন্ধে একযোগে বিবৃতি দিলেন। সেইদিন এই তেলে জলে হঠাৎ মিশ খাওয়া দেখে নানা কথা উঠেছে। ডাঃ ঘোষ নাকি ডাঃ রায় কর্তৃক মন্ত্রিত্ব পদ অধিকারের পর হ'তে এই মন্ত্রিত্বের জন্য উদগ্রীব কিন্তু যে ডাঃ রায় তাঁহাকে (ডাঃ ঘোষকে) যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হ'তে ঠেলে ফেলে নিজে মুখ্যমন্ত্রী হ'য়ে দীর্ঘকাল গদী দখল করে আছেন তাঁর অধীনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হ'তে রাজি হবেন? এই সন্দেহ অনেকের মনেই উদয় হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদ হ'তে তফাৎ হ'য়ে একবার সাধারণ নির্ব্বাচনে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'তে পারেন নি ডাঃ ঘোষ। দেখুন যাদের মন দেশ সেবা ধর্ম্মে মেতে ওঠে তাদের মান অপমান বোধ থাকে না। ভক্তের ধর্ম্ম যেমন "যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজম্"—তেমনি দেশভক্ত দেশ সেবা কার্য্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক সেবক দেশের সেবাকার্য্য করিতে বিফল মনোরথ হলেও নিজের পেট (pet—প্রিয়) চালাবার ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত থাকেন। শুন্‌ছি ডাঃ রায় যেমন কমুনিষ্টদের ভালবাসেন না ডাঃ ঘোষও ঠিক তাই কাজেই জ্যামিতি পড়েছি—যে সকল বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান। আবার শোনা যাচ্ছে যে স্পীকার পদ কোন পি. এস. পিকে দিয়ে কংগ্রেসীদের না দিয়ে পক্ষপাত-শূন্য হওয়া ভাল। দেখা যাবে গুজবও তো অনেক সময়ে সত্য হয়। আবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী শুধু নয় উপ-মন্ত্রীও হবে পি. এস. পি সম্প্রদায় থেকে। যার যা নসীবে আছে হ'য়ে যাক।

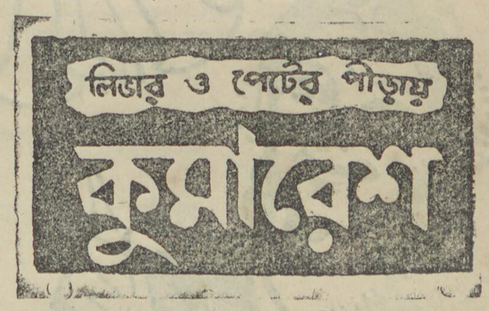

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪৩৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্টঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।